রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ২৮, ২০১৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭ নভেম্বর, ২০১৩/১৩ অগ্রহায়ণ, ১৪২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭ নভেম্বর, ২০১৩ (১৩ অগ্রহায়ণ, ১৪২০) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০১৩ সনের ৬৭ নং আইন

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৬ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ১৭ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৬ সনের ১৭ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ১৭ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (১৫) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (১৫ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(১৫ক) "প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;";

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

(খ) দফা (৩০) এর নিম্নরূপ নূতন দফা (৩০ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৩০ক) "শিক্ষা বৎসর" অর্থ ১ জুলাই হইতে ৩০ জুন পর্যন্ত;"।

৩। **২০০৬ সনের ১৭ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর দফা (ক) এ উল্লিখিত "ব্যবসায় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা" শব্দগুলির পরিবর্তে "প্রকৌশল ও প্রযুক্তি, বিজনেস স্টাডিজ" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **২০০৬ সনের ১৭ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর দফা (খ) এর পর নিম্নরূপ দফা (খখ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(খখ) "প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;"।

৫। **২০০৬ সনের ১৭ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "ট্রেজারার" শব্দের পরিবর্তে "প্রো–ভাইস-চ্যান্সেলর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **২০০৬ সনের ১৭ নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১১ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ", অর্থ কমিটি" কমা ও শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১২) এর "সিন্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে," শব্দগুলি ও কমার পর "প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর, ট্রেজারার অথবা" শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে।

৭। **২০০৬ সনের ১৭ নং আইনের ধারা ১১ এর পর নতুন ধারা ১১ক ও ১১খ এর সন্নিবেশ**।—উক্ত আইনের ধারা ১১ এর পর নিম্নরূপ দুইটি নতুন ধারা যথাক্রমে ১১ক ও ১১খ সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"১১ক। **প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগ**।—(১) চ্যান্সেলর, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, চার বৎসর মেয়াদের জন্য একজন প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, চ্যান্সেলর প্রয়োজনবোধে, যে কোন সময় কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে, প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলরকে তাহার পদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলরের পদ শূন্য হইলে কিংবা ছুটি, অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তিনি তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নব-নিযুক্ত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, চ্যান্সেলরের ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত না থাকা সাপেক্ষে, ট্রেজারার প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১১খ। **প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলরের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।**—(১) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর সংবিধি ও বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত এবং ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটির সদস্য থাকিবেন।

(৩) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর ভাইস-চ্যান্সেলরের অনুমতিক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন অনুষদ, ইনস্টিটিউট বা বিভাগ পরিদর্শন করিতে পারিবেন।"।

৮। **২০০৬ সনের ১৭ নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(১) চ্যান্সেলর, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, চার বৎসর মেয়াদের জন্য একজন পূর্ণকালীন ট্রেজারার নিযুক্ত করিবেন।"।

৯। **২০০৬ সনের ১৭ নং আইনের ধারা ১৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(কক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;"।

১০। **২০০৬ সনের ১৭ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(কক) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর;"।

১১। **২০০৬ সনের ১৭ নং আইনের ধারা ২৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (৩) এর শর্তসমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্ত প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার কোন শিক্ষক কর্মরত না থাকিলে ভাইস-চ্যান্সেলর সংশ্লিষ্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠতম শিক্ষককে বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত করিবেন।"।

১২। **২০০৬ সনের ১৭ নং আইনের ধারা ৩০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩০ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(কক) প্রো–ভাইস-চ্যান্সেলর;"।

১৩। **২০০৬ সনের ১৭ নং আইনের ধারা ৪২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪২ এর উপ-ধারা (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৫) উক্ত আইনের ধারা ৪২ এর উপ-ধারা (৫) এ উল্লিখিত "নিযুক্ত পরীক্ষকগণের" শব্দগুলির পরিবর্তে "দুইজন পরীক্ষক নিযুক্ত করিবেন যাহাদের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।"।

১৪। **২০০৬ সনের ১৭ নং আইনের তফসিল এর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংবিধির সংশোধন।**—উক্ত আইনের তফসিল এর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংবিধির—

(ক) অনুচ্ছেদ ৬ এর—

(অ) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর "পরিচালক," শব্দ ও কমার পর "পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)," শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে;

(আ) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর দফা (ক এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"(কক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;";

(ই) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"(কক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;";

(খ) অনুচ্ছেদ ১০ এর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ উল্লিখিত "দুই বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "তিন বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) অনুচ্ছেদ ১৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ অনুচ্ছেদ ১৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"১৩। **পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) এর দায়িত্ব।**—পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) এর দায়িত্ব ও ক্ষমতা সিন্ডিকেট কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।"।

মোঃ আশরাফুল মকবুল
সিনিয়র সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd